R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

বাজারপাড়া প্রাঃ স্কুলের পাশে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৮ই এপ্রিল ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

উমরপুরে প্লাষ্টিক কারখানাগুলোতে বছরে কুড়ি কোটি টাকার কারবার চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাধীন উমরপুর, বাণীপুর, ঘোড়শালা, মঙ্গলজন এলাকায় বিগত দশ বছরে সরকারী পরিসংখ্যান মতো বাহান্নটি প্লাসটিক কারখানা বর্তমানে চালু আছে। আরো কুড়ি থেকে পঁচিশটি নতুন প্লাসটিক কারখানা চালুর মুখে। রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা শিল্প কেন্দ্রের যৌথ প্রচেষ্টায় এখানকার চালু প্লাসটিক কারখানাগুলোতে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় দশ কোটি টাকা। এবং বাৎসরিক কুড়ি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে এখানে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা পাঁচশোর ওপর। এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য দেন রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। তিনি জানান—এই সব প্লাসটিক কারখানাগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরী না হওয়ায় এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। লোকালয়ের মধ্যে, কেউ শোবার ঘরে পাশে, কেউ বাড়ীর ছাদে কারখানা চালু রেখেছেন। এর ফলে প্লাসটিক দানা গলানো ধোঁয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। কারখানাগুলোর উন্নতি, এলাকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উমরপুর এলাকায় প্লাসটিক শিল্প গুচ্ছ প্রকল্পের প্রস্তাব (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলা তথ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ আন্দোলনে নামলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী নিয়ম নীতি লঙ্ঘনকারী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দুর্ব্যবহার, ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচার, হয়রানি ও বৈষম্যের প্রতিবাদে সম্প্রতি বহরমপুর জেলার সাংবাদিকরা পথে নামেন। মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের আহ্বানে ঐদিন বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যমের ৭০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। জেলা সাংবাদিক সংঘের কার্যালয় থেকে মিছিল বহরমপুর বিমল সিংহ রোড, কে. এন. রোড, বাসস্ট্যান্ড ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড পরিক্রমা করে নতুন প্রশাসনিক ভবন অর্থাৎ ওল্ড পোষ্ট অফিস রোড হয়ে পুরোনো কালেক্টরেট ভবনের কাছে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের করণের সামনে এক পথসভা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিল এবং জেলা শাসকের দপ্তরে গণডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংঘের সভাপতি, সম্পাদক এবং কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। পথসভায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মালা মৈত্রের কর্তব্যে অবহেলা, সরকারী নিয়মনীতি লঙ্ঘন, দুর্নীতি, (শেষ পৃষ্ঠায়)

অন্ত্যোদয়ের এক লরি চালসহ ড্রাইভার আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট এলাকা থেকে পাচার হওয়া অবস্থায় গত ১৩ এপ্রিল মাঝ রাতে এক লরি চাল আটক করে স্থানীয় পুলিশ। ড্রাইভার ধরা পড়ে যায়। লরিটিতে ৫০ কেজি ওজনের মোট ৪০০ বস্তা চাল ছিল। (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোলাই মদের দাপটে নিরাপত্তা কমছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বরজ থেকে ছোটকালিয়ার হরীতকীতলা হয়ে মহম্মদপুর পর্যন্ত রাস্তায় অনেক রাত অবধি মানুষ যাতায়াত করে। বিশেষ করে তাঁতি সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা। অভিযোগ, হরীতকীতলার টালি ভাটায় নিয়মিত সন্ধ্যেয় প্রকাশ্যে চোলাই মদ বিক্রী হচ্ছে। এরফলে অসামাজিক লোকের জটলা বাড়ছে। তাই বিশেষ করে মহিলা তাঁত শিল্পীরা রাতে চলাচলে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ভাঙন আটকাতে কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পারে বালির চর থেকে শ্মশান ঘাট পর্যন্ত ভাগীরথী নদীতে পার বাঁধানোর কাজ শুরুর মুখে। রাজ্য সরকার এর জন্য প্রায় ৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা বৈশাখ বুধবার, ১৪১৪ সাল।

॥ বর্ষ বিদায় ॥

১৪১৩ বঙ্গাব্দ অবসিত হইয়া গেল। চৈত্র তাহার চিতা শয্যা সাজাইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। 'পুরাতন বৎসরের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে' অস্তমিত হইয়া গেল। কবি কণ্ঠেও ধ্বনিত সেই বর্ষ বিদায়ের বাণী—'বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল অবসান, চৈত্র অবসান।' চৈত্রের চিতাভস্ম হইতে উঠিয়া আসিল নূতন বৎসর। ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়াইয়া পড়িল পুরাতন বৎসর—এই তো নিয়ম। পুরাতন বিদায় গ্রহণ করে, নূতন হয় তাহার স্থলাভিষিক্ত। চিরন্তনের এই লীলা চলিয়া আসিতেছে আবহমানকাল হইতে। সেই চিরন্তনের পালাবদলের কথা কবি পুরুষেরাও শুনাইয়া আসিতেছেন অনাদ্যন্ত কাল হইতে—পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে-যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল—বর্ষ শেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত নিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে।' বর্ষ বিদায়ের মুহূর্তে আশ্বাসেরও বাণী আশ্বস্ত করে আমাদিগকে এই বলিয়াঃ 'রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লির ঝংকার সুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।'

লোকালয়েও পুরাতনকে বিদায় এবং নূতনকে অভ্যর্থনা জানাইবার নানা আয়োজন শেষ হইয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিও সমাপ্ত। গাজনের ঢাকেও কাঠির আওয়াজ ইতিমধ্যেই শেষ। চড়ক পূজার মধ্য দিয়াই ১৪১৩ বঙ্গাব্দ দিনপঞ্জী হইতে বিদায় লইয়াছে। বর্ষ বিদায় সূচীত করিয়া গেল বর্ষারম্ভের নান্দীমুখ।

পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সহযোগীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও তাঁদের সুস্থ দেহ প্রার্থনা করছি।

কর্মাধ্যক্ষ—জঙ্গিপুর সংবাদ

নবহরষে নববরষে

অনুপ ঘোষাল

যাঃ, আর একটা বছর চলে গেল। এই তো সেদিন চৌদ্দশ'-তেরোয় পা দিলাম, এর মধ্যেই নয় নয় করে তিনশ' পঁয়ষট্টিটা আস্তআস্ত দিন মহাকালের গহ্বরে ঝুপঝুপ করে ডুবে গেল? আট হাজার সাতশ' ষাট ঘন্টা, পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছশ' মিনিট, তিন কোটি পনেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজারটা সেকেন্ড জীবন থেকে হাপিস!

কতকিছু যায় ফিরে আসে। নদীর জলস্রোত—সাগর থেকে মেঘ হয়ে ফিরে আসে। চলে যায় দুঃখসুখ, ফিরে ফিরে আসে। কন্যা কেঁদে কাঁদিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, ফিরে আসে কদিন পরেই। ফিরে ফিরে আসে। প্রতিমার বিসর্জনে বিষণ্ণ হই, পুনশ্চ আহ্বানের মন্ত্র উচ্চারণ করি বৎসরান্তে। প্রিয়জন পা বাড়ায় দীর্ঘ পরবাসে, ফিরেও আসে। কান্না যায়, কথা রেখে যায়—আসব আবার।

ফেরে না সময়। কোথায় যায়? কে জানে! হাজার মগজের কসরতে, লক্ষ মানুষের ঘাম ঝরিয়ে, কোটি ডলার খরচ করেও সদ্য পেরিয়ে যাওয়া আগের মুহূর্তটাকেও কিছুতেই ফেরানো যায় না। গত শনিবারের বারবেলায় যে বছরটা পালিয়ে গেল, তাকে ফিরে পাব না। সময়ের গতিমুখ সামনে। ওয়ান-ওয়ে-ট্র্যাফিক।

সময়ের গতিমুখ অপরিবর্তনীয়, কিন্তু গতিবেগ আপেক্ষিক। কুসময় নড়তে চায় না, সুসময় ছুটে পালায়। দুঃখের সময় কষ্টের সময় খঞ্জটা যেন এগোতে চায় না। আর আনন্দের মুহূর্তগুলো, সুখের অবসর যেন ঝড়ের গতিতে উবে যায়। শৈশবের সোনালি দিনগুলো কী দারুণ কেটে গেল। দেখতে দেখতে কৈশোরে ফটাফট দু' চারটে পা ফেলে যৌবনকে ছুঁয়ে ফেললাম। যৌবন ছুটলো যেন টাট্টুঘোড়া। প্রৌঢ়ত্বে জবরদস্তি খানিকটা গতি সঞ্চারিত করা গেল জীবনে। অতঃপর বার্ধক্যের সময় বড় স্থবির। সুগার প্রেসার বাতের বোঝা ঘাড়ে চাপতেই হাঁটুতে-কোমরে ব্যথা। চোখে পড়ল ছানি। দাঁতগুলো লগবগ করছে। যৌবনের ঝলমলে দিনগুলোর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষ চমকে ওঠে, যাঃ জীবনটা যে ফুরিয়ে এল। একশ বছরের গোটা জীবন যেন হান্ড্রেড মিটার্স স্প্রিন্ট—ফুস্ করে দশ সেকেন্ডেই ফিনিশ। এবার ফিনিশিং টেপে বুক ছুঁইয়ে ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে—টা-টা!

এক একটা বছর আসে। আনন্দের দিন। খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু ভিতর থেকে বেকুব বিবেক হেঁকে ওঠে—অত উল্লাস কীসের হে, মৃত্যুর দিকে একটা বছর এগিয়ে গেলো! তুমি শিশুই হও কিংবা যুবক, প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ—তিনশ পঁয়ষট্টিটা দিন জীবন থেকে ছাঁটা হয়ে গেল। চৌদ্দশ-চৌদ্দকে আমন্ত্রণ করতে গিয়ে এক পা শ্যামের দিকে এগিয়ে গেলাম সকলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। কখন? না, প্রথম যৌবনে। যখন শ্যামের পদধ্বনি কানে পেঁছিবার কথা নয়। সেই কবিই শেষ জীবনে লিখছেন—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। বার্ধক্যে বাঁচার তাগিদ।

পঞ্চাশোর্ধ মানুষের এই বড় দোষ। নতুন বছর শুরুর দিনেও শেষের কথা এসে যায়। ভুলে যাই, নববর্ষ মানে নতুন জীবনও তো! 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি' কাটিয়ে উঠে উদ্ভাসিত নবার্ককে প্রণাম করে নতুন জীবনের শপথ নেয়া যায় বইকি! কিন্তু সে কথা মনে থাকে আর ক'জনের? পয়লা বৈশাখ উৎসবের দুনিয়ায় যেন দুয়োরানি। মুদিখানা কিংবা মনোহারি দোকানের লাল খেরোখাতায় অকিঞ্চিৎকর হিসেবের ফাঁদে পয়লা বৈশাখকে আটক না রেখে একটা সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক উৎসবের মর্যাদা আমরা দিতেই পারতাম। পারিনি। কারণ, সেখানে উৎকট উল্লাস প্রকাশের মোকা মেলে না। দুর্গাপুজোয় বিসর্জনের দিন ছেলেমেয়েদের বেলেল্লা নাচ, মহরমের মত শোকের অনুষ্ঠানে অকারণ উচ্ছাস, খ্রিসমাসের রাতে রঙিন পানীয়ের তুফান—বাংলা নববর্ষে বিলকুল বেমানান যে! তাই গণদেবতার পুজোটা পাঁজি থেকে মুদির দোকানে পা রেখে আর সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে না।

বরং একত্রিশে জানুয়ারির মধ্যরাতে রাজধানীতে, সদর শহরে (এমনকি ইদানিং গ্রামেগঞ্জেও) পটকাটটকা ফাটিয়ে একটা বিদেশী বছরকে বরণ করবার পর ভোররাতে বার-রেস্তোরাঁ থেকে টলমল পায়ে বাড়ি ফিরে বুড়ো বাপের ঘুম ভাঙিয়ে সুপুত্র শুধোয়—ড্যাড, এপ্রিলের মাঝামাঝি তোমাদের এইরকম কী একটা মিনমিনে নিউ ইয়ার হ্যায় না?

যেভাবে পারি, বাঙালিত্ব বিসর্জন দিতে পারলেই আমরা আহ্লাদে আটাশ। পশ্-সোসাইটির প্রাক্তন বাঙালি পরিবারে গড়গড়িয়ে হিংলিশ চলছে। বাংলায় বলতে গেলেই হোঁচট

(৩য় পৃষ্ঠায়)

নবহরষে নববরষে (২য় পৃষ্ঠার পর)

খেয়ে শুধোচ্ছে—পাপ্পা, সোমবারটা কোন ডে ? বাবা চমকে উঠে জবাব দেন—সানডে, মা।

পদাধিকারের কারণে এই অধমকে কখনও-সখনও চাকরি-বাকরির ইন্টারভিউ নিতে হয়। সেখানে বাংলা সংস্কৃতির কথা উঠলেই প্রার্থীকে বাংলা সনের মাস-তারিখ জিগ্যেস করে আমি অপ্রস্তুত করে দিই। মাসটা কোনক্রমে কেউ কেউ বলতে পারলেও তারিখের হিসেবে তারা গুলিয়ে ফেলবেই। বাংলা জানাটা যে বড় লজ্জার—সাহেবদের কাছে নয়, বাঙালিদের কাছে। সাহেবরা বাংলা শিখছেন আজকাল। শান্তিনিকেতনে দেখে এলাম, বিস্তর ডলার-পাউন্ড খরচ করে সাহেবরা সাত সাগর পেরিয়ে বাংলা শিখতে এসেছেন। যদি সাহেবরা কখনো সত্যিই গড়গড়িয়ে বাংলা বলতে থাকে, আমরাও সেদিন বাংলা বলে নিশ্চয় গর্ববোধ করব।

ততদিন পর্যন্ত—আমাদের দেশীয় আধাসাহেব সিকি-সাহেবের দলমিলে আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতিটাকে টিকে থাকতে দিলে হয়। পয়লা বৈশাখের স্নিগ্ধ উৎসবটাকে ভুলে ভ্যালেন্টাইন্‌স, ডে-র ভ্যান-তারায় মেতে উঠতে গিয়ে আমরা যে নিজেদের পরিচয়টাই কবে মুছে ফেলব, তাই বা কে জানে !

আসুন না, রসারেশে নবহরষে নববরষে আমরা বরং নিজের আত্মার অনুসন্ধান করি। বাঙালির সনাতন আত্মা। হিন্দু বাঙালি, মুসলমান বাঙালি, খ্রিস্টান বৌদ্ধ বাঙালি —সকলে হাতে হাত মিলিয়ে এক পরমাত্মার নির্মাণ করি এই নতুন বছরে। যেখানে সাম্প্রদায়িক হানহানি হয়ে উঠবে হাস্যকর। সহযোগিতা হবে সহজ। আনন্দটা অনাবিল। সুস্বাগতম নতুন বছর !

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ● জেলা মুর্শিদাবাদ

দূর আলাপনী রঘুনাথগঞ্জ—(০৩৪৮৩) ২৬৬০৭৪

ফ্যাক্স ঃ ০৩৪৮৩-২৬৬০১৭

২০০৭-২০০৮ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাটের ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ২০০৭-২০০৮ সালের জন্য (২০০৭ সালের ১লা মে হইতে ২০০৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত, ১১ মাসের জন্য) আগামী ২৪শে এপ্রিল, মঙ্গলবার (বেলা ২ ঘটিকায় , পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে ডাক দেওয়ার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুই ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরী ঘাটোদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকা আমানত জমা দিতে হইবে (আরনেষ্ট বা টেবিল মানি)। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর অর্ধাংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো মাসিক সমান কিস্তিতে এ্যাডজাস্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারানীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌরসভা।

ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ২৪-০৪-২০০৭ মঙ্গলবার (বেলা ২ ঘটিকা)

স্বাঃ- মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গিপুর পৌরসভা

স্মারক সংখ্যা ঃ ৩৮৪/(৭০)/১১২/০৭ তারিখ ০৭/০৪/০৭

খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা

অসিত রায় ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে আগামী ৫ বছরের জন্য খসড়া প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ১৫নং ওয়ার্ডে এক সাধারণ সভা হয়ে গেলো গত ৮ এপ্রিল হেল্থ অফিস প্রাঙ্গণে পৌরপিতা তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে। পাড়া ও ওয়ার্ড কমিটির সমন্বয়ে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে পৌর সমস্যার সমাধানই এই আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য। ১৩৬ বছরের প্রাচীন এই শহরের সার্থক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। প্রায় আড়াইশ নাগরিকের উপস্থিতিতে এ কথা জানান মৃগাঙ্কবাবু। সভায় উপস্থিত নাগরিকেরা এই ওয়ার্ডের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। (শেষ পৃঃ)

সফদর হাসমির জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১২ এপ্রিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ রূপকার শাখা এবং জঙ্গিপুর শাখা শহরের একাধিক জায়গায় পালন করলো সফদর হাসমির ৫৩-তম জন্মদিন। সঙ্গীত, আবৃত্তি, আলোচনার ও বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় নিপীড়িত শোষিত মানুষের যন্ত্রণার কথা প্রকাশ পায়। সংস্থার সভাপতি মানিক চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক অম্বুজাপদ রাহা বলেন, সফদার হাসমি রাজনীতিতে লেনিন বা মার্কস-এর আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও নাট্য পরিবেশনায় তিনি ছিলেন সাধারণ সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের আপনজন। জঙ্গিপুরে বিভিন্ন মোড়ে বক্তব্য রাখেন সাহাদাৎ হোসেন ও মানিক চট্টোপাধ্যায় সভা পরিচালনা করেন সুকুমার গোস্বামী ও শাশ্বতী সাহা।

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

দূর আলাপনী রঘুনাথগঞ্জ—(০৩৪৮৩) ২৬৬০৭৪

ফ্যাক্স ঃ ২৬৬০১৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর পুরসভার পক্ষ হইতে সর্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, পুরসভার অন্তর্গত যে সকল হোলডিংগুলির পৌর কর অদ্যাবধি ধার্য্য করা হয়নি অথবা এই বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আবেদন পত্র পেশ করা হয়নি, সেই সকল হোলডিং-এর মালিকগণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে পুরসভার বিভাগীয় দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করুন। অন্যথায় পৌর আইনানুসারে উক্ত হোলডিংগুলির কর ধার্য্য করা হইবে এবং তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ইং ২০০০ সাল হইতে পুর এলাকা সমূহে যাহারা পুরসভার অনুমোদিত নকসা ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন অথবা নির্মাণ কার্য করিতেছেন এবং অনুমোদিত নকসার বাইরে গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদিগকে এই বিষয়ে বিজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরসভার বিভাগীয় দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করুন। অন্যথায় সময় অতিক্রান্তে পুর আইনানুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য

পৌরপতি

জঙ্গিপুর পৌরসভা

স্মারক সংখ্যা ৩৯৭/১১৬/০৭ তাং ১১/৪/০৭

খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা (৩য় পৃষ্ঠার পর)

তার মধ্যে ছিল শহরের সর্বত্র মশার সমস্যায় দুর্গতির কথা। আলোচনার প্রেক্ষিতে পৌরপিতা জানান অচিরেই মশার বংশ বৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সমর মুখার্জী তার প্রতিবেদনের মাধ্যমে ওয়ার্ডের সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন। সমস্যার সমাধানে প্রত্যেক ওয়ার্ডেই এই ধরনের আলোচনা সভা বর্তমানে চলছে।

ভাঙন আটকাতে কাজ শুরু (১ম পৃষ্ঠার পর)

ইরিগেসন দপ্তর থেকে এই কাজের টেন্ডারও হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। এক সাক্ষাতকারে এই খবর দেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

কারবার চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। সেটা সম্প্রতি সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। তার ভিত্তিতে গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমে প্লাষ্টিক শিল্পকে এখানে কিভাবে আধুনিকীকরণ করা যায় তার একটা রিপোর্ট (ডায়াগনষ্টিক ষ্টাডি) তৈরী করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ উমরপুরে এক হোটেলে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে সমস্ত প্লাষ্টিক কারখানার প্রতিনিধি, ব্যাংক ম্যানেজার এবং বিভিন্ন ষ্টক হোল্ডাররা মিলিত হন। এবং সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্টটি অনুমোদন পায়। প্রাণবন্ধুবাবু আরো জানান—ঐ রিপোর্টে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, শ্রমিকদের কাজের মান উন্নয়ন, উৎপাদিত প্লাষ্টিক পণ্যের গুণগত মান বাড়ানো এবং সমস্ত কারখানাকে নির্দিষ্ট একটা এলাকায় নিয়ে গিয়ে প্লাষ্টিক পার্ক তৈরীর প্রস্তাব নেয়া হয়।

চালসহ ড্রাইভার আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

এটি অন্ত্যোদয় যোজনার চাল বলে জানা যায়। পাচারকারী ডিষ্ট্রিবিউটরের কোন সন্ধান এখন পর্যন্ত মেলেনি। পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে মুখ না খুললেও গাড়ীঘাট এলাকার জনৈক ব্যবসায়ীর নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহকুমা শাসকের তৎপরতায় আটক চাল স্থানীয় ব্যবসায়ী মতিলাল চন্দ্রের গোডাউনে মজুত করা হয়েছে।

আন্দোলনে নামলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্ব্যবহার ইত্যাদি অভিযোগ বিশ্লেষণ করে এবং তাঁর ও নির্বিকার জেলা প্রশাসনের প্রতি সতর্কবাণীসহ ভাষণ দেন সাংবাদিক সংঘের সভাপতি প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক বিল্পব বিশ্বাস, অফিস সম্পাদক শিবু সান্যাল, কার্যকরী কমিটির সদস্য মিলন মালাকার, আবদুস সাত্তার প্রমুখ। শেষে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের দপ্তরে অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) জীবনকৃষ্ণ সাধুখাঁকে এক স্মারকলিপি জমা দেন। তাতে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ-এর বিরুদ্ধে ১১ দফা অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে সাংবাদিক সংঘের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতিরিক্ত জেলা শাসকের আলোচনা হয়। তিনি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে জেলা প্রশাসনের নির্বিকার ভুমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তথ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে সাংবাদিক সংঘ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে দেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।